بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২১ এপ্রিল, ২০২৩ মোতাবেক ২১ শাহাদাত, ১৪০২ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজ রমযানের শেষ জুমুআ। রমযান অতিবাহিত হয়ে গেছে আর অনেক এমন মানুষ থাকবে যারা রমযানে ইবাদত এবং নিজেদের মাঝে বিশেষ পরিবর্তন সৃষ্টির জন্য পরিকল্পনা করে থাকবে। কিন্তু সেগুলোর ওপর সেভাবে আমল করতে পারেনি, যেভাবে তারা ভেবেছিল। অনেকেই আমাকে এমন পত্র লিখে। আর আজ রমযানের শেষ দিনটিও কয়েক ঘন্টা পর শেষ হতে যাচ্ছে। জুমুআর দিন সেই আশিসমণ্ডিত দিন যাতে এমন একটি ক্ষণ বা মুহূর্ত আসে যখন দোয়া গৃহীত হওয়ার বিশেষ সময় হয়ে থাকে। অতএব, যদি আমাদের রমযানের দিনগুলো সেভাবে অতিবাহিত না-ও হয়ে থাকে যেভাবে আমাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল অথবা যেভাবে একজন মু'মিনের (রমযান) অতিবাহিত হওয়া উচিত ছিল, তবুও আমাদের আজ এই অবশিষ্ট সময়ে এই অঙ্গীকার করা উচিত আর দোয়া করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকল দুর্বলতা উপেক্ষা করে, আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আমাদেরকে তৌফিক দিন যেন আমরা নিজেদের জীবনকে স্থায়ীভাবে সেই পথে পরিচালনা করতে সক্ষম হই যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে প্রত্যাশা রাখেন। আল্লাহ্ তা'লা অতীব দয়ালু। তিনি আমাদের সকল দোয়া গ্রহণ করার জন্য একথা বলেন নি যে, রমযান মাসে জুমুআর দিন এমন একটি ক্ষণ আসে যখন দোয়া গৃহীত হয়। বরং জুমুআর দিনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব, আজ যদি আমরা নিজেদের দোয়ায় এই অঙ্গীকার করি যে, আমরা এই রমযানের পরও নিজেদের তাকওয়ার মান বৃদ্ধি করতে থাকব, এর জন্য চেষ্টা করব, আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করতে থাকব, আগামী জুমুআ পর্যন্ত নিজেদের সকল ইবাদতকে আল্লাহ্ তা'লার জন্য একনিষ্ঠ করতে থাকব, এরপর প্রত্যেক জুমুআর মধ্যবর্তী সময়কে নিজেদের সকল ইবাদত ও পুণ্যকর্ম দ্বারা সজ্জিত করার চেষ্টা করতে থাকব, ধর্মকে জাগতিকতার ওপর অগ্রগণ্য রাখব, আগামী রমযান পর্যন্ত আমরা সেই পরিকল্পনাকে পূর্ণ করার চেষ্টা করতে থাকব যা আমরা নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টির লক্ষ্যে রমযান মাসের জন্য প্রণয়ন করেছিলাম কিন্তু কোনো কারণে (হয়ত) তার ওপর আমল করতে পারিনি। অতএব, এটি হলো সেই আমল বা কর্ম যা প্রকৃত তাকওয়া সৃষ্টি করে। আর যখন আমরা একনিষ্ঠ হয়ে নিজেদের সকল ইবাদত এবং স্বীয় আমল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সম্পাদন করব তখন আল্লাহ্ তা'লা, যিনি সকল দয়ালুর চেয়ে অধিক দয়ালু, অযাচিত দানকারী, বার বার কৃপাকারী, তিনি আমাদেরকে সেসব কল্যাণে ধন্য করতে থাকবেন যেগুলোর ওপর আমরা এই রমযানে কিছুটা হলেও আমল করতে পেরেছি। অতএব প্রকৃত বিষয় হলো তাকওয়া। আসল বিষয় হলো অবিচলতার সাথে খোদা তা'লার নির্দেশাবলীর ওপর আমল করা। মূল বিষয় হলো খোদা তা'লার ভীতি এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন। যদি এগুলো থাকে আর আমরা পুনরায় জগৎমুখী সেই জীবনে ফিরে না গিয়ে থাকি যেখানে ধর্মকে জাগতিকতার ওপর অগ্রগণ্য করার বিষয়টি আমরা ভুলে যাই তাহলে আমরা ইবাদত এবং

স্বীয় সংশোধনের জন্য এই রমযানে যতটুকু চেষ্টা করেছি এবং যেমনই করেছি, আল্লাহ্ তা'লা সেগুলো গ্রহণ করে আমাদেরকে পুরস্কৃত করতে থাকবেন। অতএব এটি হলো মৌলিক নীতি যা আমাদের সর্বদা নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। এই লক্ষ্য অর্জন করার বিষয়টি প্রত্যেক আহমদীকে সর্বদা নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। আর যখন আমরা স্বয়ং নিজেদের জীবনকে তাকওয়ার পথে পরিচালনা এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অতিবাহিত করব তখন আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনেও সেই দৃষ্টান্ত উপস্থাপনকারী হবো যার ফলে পুণ্যের অনুপ্রেরণা প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চারিত হতে থাকবে। আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় যুগের ইমাম ও মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসের হাতে বয়আত করেছি। আর যেসব শর্তে বয়আত করেছি সেগুলোর সারাংশই হলো, সর্বদা তাকওয়া দৃষ্টিপটে থাকবে আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই (ব্যাপারে) বারংবার আমাদের উপদেশ দিয়েছেন যেন আমাদের জীবনে সেই বিপ্লব সাধিত হয় যা প্রত্যেক বছর কেবলমাত্র এক মাসের বিপ্লব হবে না বা বছরে শুধুমাত্র এক মাস এই বিপ্লব সৃষ্টির চেষ্টা হবে না। নিঃসন্দেহে রমযান মাসে তাকওয়ার উচ্চমান অর্জনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা একটি তরবিয়তী পরিবেশ এবং ব্যবস্থা আমাদের জন্য সরবরাহ করেছেন, কিন্তু তা এজন্য যে, প্রত্যেক রমযানের পর আমরা যেন তাকওয়ার পরবর্তী এবং উন্নত মান অর্জন করতে থাকি। এটি এজন্য নয় যে, রমযানের পর আমরা পুনরায় আবার আমাদের নিম্নমানে ফিরে যাবো।

অতএব যেমনটি আমি বলেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকওয়ার মান বৃদ্ধি করার এবং আমাদের সংশোধনের জন্য প্রেরিত হয়েছেন আর এই (বিষয়ে) তিনি বারবার আমাদের উপদেশ দিয়েছেন। অতএব এক উপলক্ষ্যে তিনি (আ.) বলেন,

অতএব আমি প্রেরিত হয়েছি যেন সত্য ও ঈমানের যুগ পুনরায় ফিরে আসে এবং হৃদয়সমূহে তাকওয়া সৃষ্টি হয়। কাজেই, এসব কাজই হলো আমার আবির্ভাবের মূল কারণ। এটিই আমার আগমনের উদ্দেশ্য। তিনি (আ.) বলেন, **আমাকে বলা হয়েছে, পুনরায় আকাশ ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী হবে, যদিও তা অনেক দূরে চলে গিয়েছিল।**

অতএব এগুলো হলো সেসব বিষয় বা প্রতিশ্রুতি যেগুলো সর্বদা আমাদের নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। তাঁর (আ.) যুগ, যা **'খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়্যত'**-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত যুগ, তাতে তাঁর (আ.) অনুসারীরাই রয়েছেন যাদেরকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে স্বীয় ঈমানের সুরক্ষা করতে হবে এবং এর উন্নত মান অর্জন করতে হবে। আর এটি কেবলমাত্র এক মাসের নেকী বা পুণ্য করার আকাঙ্ক্ষা অথবা এক মাসের ইবাদত এবং ইবাদতের প্রতি গভীর আকর্ষণ অথবা মসজিদগুলোকে এক মাসের জন্য বিশেষভাবে আবাদ করার ফলে অর্জিত হবে না, বরং সত্য যখন মেনেছি, যখন তাঁকে (আ.) মসীহ্ মওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহদী মেনে বয়আত করেছি তখন ঈমানের মান উন্নত করার জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা উচিত। আর আমরা যখন এমন হয়ে যাব তখন আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হবো যাদের সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। যারা বয়আতের উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করেছেন এবং এর অধিকার যথাযথভাবে প্রদান করার চেষ্টা করেছেন। আর এরাই হবে সেসব মানুষ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলেছেন যে, **"আমি তোমার সাথে এবং তোমার প্রিয়দের সাথে আছি"**। কারো প্রিয়ভাজন হওয়ার জন্য মৌলিক শর্ত তো এটিই এবং তা-ই হওয়া উচিত যে, তার কথার ওপর যেন আমল করা হয়

এবং তার ইচ্ছা অনুযায়ী যেন স্বীয় জীবন অতিবাহিত করা হয়। অতএব, এখানে আল্লাহ্ তা'লা নিজেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রিয়দের সাথে থাকার ঘোষণা দিয়েছেন। কাজেই, আল্লাহ্ তা'লা যখন কারো সঙ্গী হয়ে যান তখন তার আর অন্য কোনো কিছুর প্রয়োজন থাকে না। অতএব আমাদের মাঝে তারাই সৌভাগ্যবান, যারা স্বীয় ঈমানের এই মান অর্জন করেছেন; যেখানে তারা স্থায়ীভাবে আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গ লাভ করেছেন। তার ইহ ও পরকাল সুনিশ্চিত হয়ে গেছে যে আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গ লাভ করে।

অতএব আমাদের নিজেদের মাঝে তাকওয়া সৃষ্টি করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর (আবির্ভাবের) উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করতে হবে। আর এটি তখনই হবে যখন আমরা অবিচলতার সাথে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করব। তিনি (আ.) এই উদ্ধৃতিতে একথাও বলেছেন যে, **পুনরায় আকাশ ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী হবে।** আর আকাশ বা ভূ-পৃষ্ঠ নিকবর্তী তখনই হবে এবং আমরা এর কল্যাণ তখন লাভ করব, খোদা তা'লা তখন আমাদের নিকটবর্তী হবেন যখন কুরআন ও সুন্নতের আলোকে আমরা সেই পথে পরিচালিত হবো যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছেন। আমরা সেই সৌভাগ্যবান লোকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবো যাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারি বর্ষিত হয়, যাদের দোয়া খোদা তা'লা শ্রবণ করেন। যখন আমরা নিজেদের জীবনে এরূপ দৃশ্যাবলী অবলোকন করবো তখন অন্যদেরকেও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এই আহ্বান জানাতে পারব যে, তোমরা যদি খোদা তা'লার সাথে জীবন্ত সম্পর্ক গড়তে চাও, নিজেদের ঈমানকে সুদৃঢ় করতে চাও তবে এসো, মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসকে গ্রহণ করো। আর এটি শুধুমাত্র তাকওয়ার উন্নত মান অর্জনের মাধ্যমেই সম্ভব, এবং এটি তখনই সম্ভব যখন এই মান অর্জনের পর আমরা এর ওপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকব। তখন আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারির দৃশ্যাবলীও দেখতে পাব। কাজেই, আমাদের মধ্যে যারা এই নীতিটি বুঝেছেন এবং নিজেদের জীবন পুণ্য ও তাকওয়ার উন্নত মানে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছেন অথবা উন্নীত করার চেষ্টা করছেন, তারা আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারির দৃশ্যাবলী দেখতে থাকবেন। আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই এসব দৃশ্য দেখতে পারে, যদি কেউ নিজের জীবন আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী অনুসারে তাকওয়ার পথে বিচরণকারী বানিয়ে নেয়। প্রকৃত তাকওয়া কী এবং এই পথে বিচরণকারীর কেমন হওয়া উচিত এবং তার সাথে আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহার কীরূপ হয়ে থাকে– এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

প্রকৃত তাকওয়ার সাথে অজ্ঞতা একত্রিত হতে পারে না। {এটি একটি মৌলিক বিষয় যে, মুত্তাকী অজ্ঞ হতে পারে না। সত্যিকার মুত্তাকী ইবাদতকারী হবে এবং একইসাথে বান্দাদের প্রাপ্য অধিকারও প্রদানকারী হবে। অতএব এটি হলো সেই মৌলিক বিষয় যা আমাদের সর্বদা নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। এরপর {তিনি (আ.) বলেন,} **প্রকৃত তাকওয়া নিজের সাথে এক প্রকার জ্যোতি রাখে, যেমনটি মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেছেন,**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّكُمۡ فُرۡقَانٗا وَيُكَفِّرۡ عَنكُمۡ سَيِّـَٔاتِكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ*

অর্থাৎ 'হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা মুত্তাকী হবার বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকো এবং আল্লাহ্ তা'লার জন্য ইত্তেকা (তথা খোদাভীতির) বৈশিষ্ট্য ধারণ ও তাতে অবিচল থাকার পথ অবলম্বন করো, তাহলে খোদা তা'লা তোমাদের ও অন্যদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেবেন।'
(সূরা আনফাল: ৩০ ও সূরা হাদীদ: ২৯)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এখানে ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ করেছেন। **আল্লাহ্ তা'লার জন্য ইত্তেকার বৈশিষ্ট্য ধারণ ও তাতে অবিচল থাকার পথ অবলম্বন করলে খোদা তা'লা তোমাদের ও অন্যদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেবেন। সেই পার্থক্য হলো, তোমাদেরকে এক জ্যোতি দেয়া হবে যেই জ্যোতির সাহায্যে তোমরা নিজেদের সকল পথে বিচরণ করবে। অর্থাৎ সেই জ্যোতি তোমাদের কর্মকাণ্ড, কথাবার্তা, শক্তিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়সমূহে সৃষ্টি হবে। তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তিতেও জ্যোতি থাকবে এবং তোমাদের আনুমানিক কথাতেও জ্যোতি থাকবে, তোমাদের চোখেও জ্যোতি থাকবে, তোমাদের কান এবং তোমাদের ভাষা আর তোমাদের বর্ণনা ও তোমাদের প্রতিটি গতি ও স্থিতির মাঝে জ্যোতি থাকবে; আর যেসব পথে তোমরা বিচরণ করবে সেগুলো জ্যোতির্মণ্ডিত হয়ে যাবে।** মোটকথা, তোমাদের যত পথ রয়েছে– শক্তিবৃত্তির পথ হোক, ইন্দ্রিয়সমূহের পথ হোক– সেগুলো সবই জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এবং তোমরা আপাদমস্তক জ্যোতির মাঝেই চলাফেরা করবে।

অতএব এটি হলো সেই মর্যাদা যা একজন মু'মিন ও মুত্তাকীর অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। রমযান অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও আমরা এই মান অর্জনের জন্য চেষ্টা করতে পারি। আমাদের মধ্যে তারাই সৌভাগ্যবান যারা এই মান অর্জন করে যে, আমাদের প্রতিটি কথা ও কাজের ওপর আল্লাহ্ তা'লার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, আমাদের প্রতিটি কাজ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হবে, আমাদের চলাফেরা, ওঠাবসা– তথা সকল কাজ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হবে। যখন এমন অবস্থা (সৃষ্টি) হবে তখনই গিয়ে আমরা আল্লাহ্ তা'লার জ্যোতির অংশ লাভ করতে পারব। জাগতিক চাকচিক্যের পরিবর্তে যদি আমাদের লক্ষ্য আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন হয় তবেই আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য পূর্ণকারী হবো। আমরা আন্তরিক চেষ্টার সাথে নিজেদের অঙ্গীকার পালনকারী হবো। যদি এই পবিত্র পরিবর্তনকে আমরা নিজেদের জীবনের অংশে পরিণত করার আকাঙ্ক্ষা না রাখি এবং এর জন্য সচেষ্ট না হই তবে আমাদের দাবি ভ্রান্ত। রমযানে সাময়িকভাবে কৃত পুণ্যকর্মও আমাদের কোনো উপকারে আসবে না। অতএব আমাদেরকে সর্বদা এই চেতনার সাথে নিজেদের আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে, আমরা এই তাকওয়া অর্জনের জন্য অনবরত চেষ্টা করছি কি? যা পবিত্র কুরআনের আয়াতের আলোকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন। আমরা যদি এভাবে নিজেদের জীবন গড়ার চেষ্টা করি তাহলে নিশ্চিত আমরা শয়তানের মোকাবিলা করার জন্যও প্রস্তুত আছি। এরপর শয়তানের মোকাবিলায় আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সাহায্যও করবেন আর শয়তানের সকল আক্রমণ ব্যর্থ ও বিফল করবেন। বর্তমানে শয়তান তো আমাদেরকে সবদিক থেকে ঘিরে রেখেছে এবং খোদা তা'লার সাহায্য ছাড়া এর খপ্পর থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। আর তাকওয়ার পথে বিচরণকারীদের সাথেই থাকে খোদা তা'লার সাহায্য। আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, এই যুগ বিশেষভাবে শয়তানের আক্রমণের যুগ। শয়তান তার সমস্ত কূট-কৌশল, ষড়যন্ত্র এবং অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা আক্রমণ করছে। এমন ভয়ঙ্কর আক্রমণ করছে যার দৃষ্টান্ত ইতঃপূর্বে পাওয়া যায় না। অতএব এমতাবস্থায় খোদা তা'লার প্রতি বিশেষভাবে সমর্পিত হওয়া প্রয়োজন। টিভি হোক কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অথবা অন্যান্য প্রোগ্রাম হোক অথবা বাচ্চাদের স্কুল হোক বা তাদের বিভিন্ন প্রোগ্রাম– সর্বত্র শয়তান দাজ্জালের মাধ্যমে এমন এক ভয়ঙ্কর পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে যা থেকে খোদা তা'লার সাহায্য ব্যতীত পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভবই নয়।

বর্তমানে সবচেয়ে বেশি চিন্তা হলো, নিজেদের সন্তানসন্ততি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দাজ্জাল ও শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার বিষয়ে আর এর অনেক বেশি প্রয়োজনও রয়েছে। আর এর জন্য প্রত্যেক আহমদী পিতামাতার, সকল আহমদী পিতামাতারও চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা উচিত এবং জামা'তী ব্যবস্থাপনারও চেষ্টা করা উচিত। এজন্য প্রত্যেক বুদ্ধিমান ও প্রাপ্তবয়স্ক আহমদীকে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিনত হয়ে, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, তাকওয়ার উচ্চমান অর্জন করার চেষ্টা করা উচিত; যাতে আল্লাহ্‌র সাহায্যে এভাবে দাজ্জালের মোকাবিলা করতে পারেন। রমযানের পরও আমাদের শিথিল হওয়া উচিত নয়, হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা উচিত নয় বরং নিজেদের পবিত্র কুরআনের জ্ঞান ও ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা উচিত যাতে আমাদের বাড়িঘরে স্থায়ীভাবে একটি বিশেষ পরিবেশ বজায় থাকে। নিজেদের ইবাদতের সুরক্ষা করা উচিত। শয়তান এবং দাজ্জালের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বিশেষভাবে দোয়ার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। শয়তানের কূট-কৌশল ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে একস্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

স্মরণ রাখা উচিত! শয়তানের বিকাশকেই মূলত দাজ্জাল বলা হয় যার অর্থ হলো হিদায়াতের পথ থেকে ভ্রষ্টকারী কিন্তু শেষ যুগ সম্পর্কে পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলীতে লেখা আছে, সে সময় শয়তানের সাথে অনেক যুদ্ধ হবে কিন্তু অবশেষে শয়তান পরাজিত হবে। এই আশার বাণীও শুনিয়েছেন যে, তাকওয়ার পথে পরিচালিত হতে থাকলে এবং মোকাবিলা করতে থাকলে শয়তান পরাজিত হবে। তিনি (আ.) বলেন, **যদিও সকল নবীর যুগেই শয়তান পরাজিত হতে থেকেছে কিন্তু তা ছিল কেবল সাময়িক। প্রকৃতঅর্থে তার পরাজয়বরণ মসীহ্'র হাতে নির্ধারিত ছিল। আর খোদা তা'লা এতটা বিজয়ের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন যে, جَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ।** তিনি (আ.) বলেন, **তোমার সত্যিকার অনুসারীদেরকেও কিয়ামত পর্যন্ত অন্যদের ওপর প্রাধান্য দান করবো।**

অতএব প্রকৃত অনুসারী হবার জন্য, তাঁর শিক্ষার ওপর আমল করার জন্য তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে। অতএব তিনি (আ.) বলেন, শয়তান এই শেষ যুগে পূর্ণ শক্তিতে যুদ্ধ করছে কিন্তু চূড়ান্ত বিজয় আমাদেরই হবে, ইনশাআল্লাহ। কাজেই, শয়তান এবং দাজ্জালের বিভিন্ন আক্রমণ থেকে রক্ষার এবং বিজয় দানের প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কেও দিয়েছেন। তাঁর প্রতি দু'তিন বার এই এলহাম হয়েছে কিন্তু এথেকে প্রকৃতপক্ষে তারাই লাভবান হবে যারা তাঁর সত্যিকার অনুগত এবং তাঁর শিক্ষার ওপর আমলকারী। এ সম্পর্কে একস্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"একথা সত্য যে, তিনি আমার অনুসারীদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত আমার অস্বীকারকারী ও বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করবেন। কিন্তু প্রণিধানের বিষয় হলো, কোনো ব্যক্তি শুধুমাত্র আমার হাতে বয়আত করলেই (আমার) অনুসারীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের মাঝে অনুসরণের পুরো বৈশিষ্ট্য বা অবস্থা সৃষ্টি না করবে (সে আমার) **অনুসারীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ অনুসরণ না করবে, এমন অনুসরণ যেন আনুগত্যে বিলীন হয়ে যায় এবং পদাঙ্ক অনুসরণ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত 'ইত্তিবা' বা অনুসরণ শব্দটি যথার্থ প্রমাণিত হয় না।** তিনি (আ.) বলেছেন, **এথেকে বুঝা যায় খোদা তা'লা আমার জন্য এমন জামা'ত নির্ধারণ করে রেখেছেন যারা আমার আনুগত্যে বিলীন হবে এবং সম্পূর্ণরূপে আমার অনুসরণ করবে।"** আল্লাহ্ তা'লা এমন

জামা'ত দান করবেন ঠিকই তা আমরা হই বা অন্য লোকদের হোক। আজ হোক বা (আগামী) কাল অথবা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে কিংবা আমাদের মাঝে কতিপয় হোক অথবা অধিকাংশ হোক; তিনি (আ.) এই জামা'ত অবশ্যই লাভ করবেন, (এটি) আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি।

অতএব এই শব্দগুলো আমাদেরকে ভীষণভাবে প্রকম্পিত করার মতো। আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে, আমাদের আনুগত্যের মান কেমন? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের জামা'ত ও তাঁর নিষ্ঠাবান অনুসারীদের জন্য যে দোয়া করেছেন আমরা কি তার উত্তরাধিকারী হচ্ছি? আমরা কি আল্লাহ্ তা'লার সেসব অনুগ্রহের ভাগীদার হচ্ছি যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা তাঁর অনুসারীদের জন্য তাঁকে (আ.)-কে দিয়েছেন? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর জামাতের সদস্যদের মাঝে তাকওয়ার যে মান দেখতে চান আমরা কি সেসব অর্জনের চেষ্টা করছি? যদি এমনটি না হয় তাহলে কয়েকদিনের দোয়া, শুধুমাত্র রমযানের দোয়া এবং কয়েকদিনের ইবাদত এবং কান্নাকাটি আমাদেরকে সেসব পুরস্কারের যোগ্য করবে না যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দিয়েছেন।

এরপর এ বিষয়ে তিনি (আ.) কিশতিয়ে নূহ্ (পুস্তকে) আরো বলেন,

"স্মরণ রাখতে হবে শুধুমাত্র মৌখিক বয়আতের অঙ্গীকার করার কোনো মূল্য নেই যতক্ষণ পর্যন্ত হৃদয়ের দৃঢ় সংকল্প তথা নিয়্যত এবং দোয়া এর সাথে যুক্ত না হবে। দৃঢ়তার সাথে এর ওপর পরিপূর্ণ আমল করা না হবে।" সংকল্পও থাকতে হবে এবং দোয়াও করতে হবে এরপর পূর্ণরূপে আমল করতে হবে। {তিনি (আ.)} বলেন, **"অতএব, যে ব্যক্তি আমার শিক্ষার ওপর পরিপূর্ণরূপে আমল করে সে আমার সেই গৃহে প্রবেশ করে যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার বাণীতে এই প্রতিশ্রুতি রয়েছে 'ইন্নি উহাফিযু কুল্লা মান ফিদ্দার'। অর্থাৎ, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে তোমার চার দেয়ালের মধ্যে রয়েছে আমি তাকে রক্ষা করবো।"**

কাজেই, সকল সমস্যা ও বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার এই ব্যবস্থাপত্র হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে বাতলে দিয়েছেন যে, আমার শিক্ষানুযায়ী একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে আসার চেষ্টা করো এরপর দেখো; আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে তোমাদেরকে শয়তান এবং দাজ্জালের বিভিন্ন আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। বরং আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেসব অস্ত্রশস্ত্রেও সুসজ্জিত করবেন যেগুলো ব্যবহার করে আমরা শয়তানের বিরুদ্ধে জয় লাভ করবো। শুধু রক্ষাই পাবো না বরং সেটিকে ধ্বংস করতেও সক্ষম হবো। আর শয়তানকে চিরকালের জন্য বিনাশকারী এবং দাজ্জালের সকল আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকবো। তাকে ধ্বংস করতে সক্ষম হবো।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন,

কিন্তু একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, এর মৃত্যু অর্থাৎ, শয়তানের মৃত্যু শুধু এতটুকুই নয় যে, মুখ দিয়ে বললাম শয়তান মরে গেছে আর সে মরে যাবে। বরং তোমাদেরকে কার্যত প্রমাণ করে দেখানো উচিত যে, শয়তান মরে গেছে। শয়তানের মৃত্যু বুলিসর্বস্ব নয় বরং কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করা উচিত। কেবল মৌখিকভাবে শয়তানের মৃত্যুর ঘোষণা দিতে থেকো না বরং আমাদের প্রতিটি কাজকর্ম, আমাদের সকল অবস্থার মাধ্যমে যেন এই কথার বহিঃপ্রকাশ ঘটে যে, আমরা নিজেদের শয়তানকে হত্যা করছি। তিনি (আ.) বলেন, **খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে, শেষ মসীহ্‌র যুগে শয়তান সম্পূর্ণরূপে মরে যাবে বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।** তিনি (আ.) বলেন, **যদিও শয়তান প্রত্যেক মানুষের সাথেই থাকে, কিন্তু আমাদের নবী (সা.)-এর শয়তান মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।** আমাদের সামনে একটি আদর্শ ও সুন্নত বর্ণনা

করেছেন, শয়তানকে পরাভূত করতে চাইলে সেই আদর্শের ওপর আমাদের আমল করা আবশ্যক। তিনি (আ.) বলেন, **একইভাবে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, এই যুগে শয়তানকে সমূলে বিনাশ করা হবে। এটি তো তোমরা জানোই যে, লা-হাওল পড়লে শয়তান পালিয়ে যায়।** (লা-হাওল পড়লে শয়তান পালায়) **কিন্তু সে এতটা বোকা নয় যে, শুধুমাত্র মৌখিকভাবে লা-হাওল পড়লে বা বললেই সে পালিয়ে যাবে।** (লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্ পড়লেই শয়তান পালিয়ে যাবে, এমনটি নয়) **এভাবে একশ' বার লা-হাওল পড়লেও শয়তান পালাবে না। বরং আসল কথা হলো, যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে লা-হাওল প্রবাহিত হয়, আর যে সর্বদা খোদা তা'লার সমীপেই সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করতে থাকে এবং তাঁর সত্তা থেকেই কল্যাণ লাভ করতে থাকে, তাকেই শয়তানের খপ্পর থেকে রক্ষা করা হয়।** হৃদয় থেকে ধ্বনি উচ্চকিত হওয়া উচিত, মর্ম অনুধাবন করা উচিত, শুধু বুলিসর্বস্ব হলে চলবে না। **আর তারাই সফলকাম হয়।**

পুনরায় নিজের এক বৈঠকে তিনি (আ.) বলেন, **স্মরণ রেখো! আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের সূচনাও দোয়ার মাধ্যমে করেছেন আর এর সমাপ্তিও দোয়ার মাধ্যমেই করেছেন। এর অর্থ হলো, মানুষ এতটাই দুর্বল যে, খোদার করুণা ছাড়া পবিত্র হতেই পারে না।** একটি বৈঠকে উল্লেখ করেছিলেন। অন্যত্র এক রিপোর্টে এভাবে বাক্য বর্ণিত হয়েছে, **তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র আখ্যায়িত কোরো না, কেননা আল্লাহ্ পবিত্র না করা অবধি কেউ পবিত্র হতে পারে না।** যাহোক, এরপর তিনি (আ.) বলেন, **যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সহযোগিতা না পাওয়া যায় কেউ নেকী বা পুণ্যে উন্নতি করতেই পারে না।** পুণ্যের ক্ষেত্রে উন্নতি করার জন্য আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য অপরিহার্য। **একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যাকে খোদা জীবিত করেন সে ছাড়া সবাই মৃত; যাকে আল্লাহ্ হিদায়াত দেন তিনি ব্যতীত সবাই পথভ্রষ্ট; আল্লাহ্ যাকে দৃষ্টিশক্তি দেন তিনি ছাড়া সবাই অন্ধ। মূলত, একথা সত্য যে, যতক্ষণ পর্যন্ত খোদার কৃপা লাভ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত জগতের ভালোবাসার বেড়ী গলায় জড়িয়ে থাকে। আর কেবল সে-ই এর থেকে মুক্তি পায় যার প্রতি আল্লাহ্ স্বীয় করুণা করেন। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের ধারাও দোয়ার মাধ্যমেই শুরু হয়।** আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভের জন্য দোয়া করতে হবে। **কিন্তু এটি মনে কোরো না যে, দোয়া কেবল মৌখিক বুলির নাম। বরং দোয়া এক প্রকার মৃত্যু যার পরে (প্রকৃত) জীবন লাভ হয়। যেভাবে পাঞ্জাবী ভাষায় একটি পঙক্তি রয়েছে- "জো মাঙ্গে সো মার রাহে, মারে সো মাঙ্গন জা" অর্থাৎ প্রার্থনাকারীর নিজেকে মৃতবত করতে হয়।** অতএব, যদি মৃতবত অবস্থা সৃষ্টির সাহস থাকে তাহলে প্রার্থনা করো। যদি এটি করতে পারো এবং করো তাহলে প্রার্থনা করো। তিনি (আ.) বলেন, **দোয়ার মাঝে এক প্রকার চৌম্বকীয় আকর্ষণ থাকে যা কল্যাণ ও অনুগ্রহকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে। এটি কেমন দোয়া? এটিতো কোনো দোয়া নয় যে, মুখ দিয়ে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ বলতে থাকে আর হৃদয়ে চিন্তা থাকে- অমুক ব্যবসা এভাবে করবো।** (মুখে কিছু বলছে, চিন্তা অন্যদিকে আর হৃদয় অন্য কোথাও ঘুরছে।) **অমুক জিনিষ রয়ে গেছে। এই কাজ এভাবে করা উচিত ছিল। যদি এভাবে হয়ে যায় তাহলে এমনটি করবো।** মাথায় জাগতিক চিন্তাভাবনা বেশি ঘুরপাক খেতে থাকে আর মুখ দিয়ে বাহ্যত দোয়া নির্গত হয়। তিনি (আ.) বলেন, **এটি তো মূলত জীবন নষ্ট করার নামান্তর। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র কিতাবকে অগ্রগণ্য না করে এবং তদনুযায়ী আমল না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তার নামায কেবল সময়ের অপচয়মাত্র।** (আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পবিত্র কুরআনে যেসব আদেশ-নিষেধ

প্রদান করেছেন, সেগুলো পাঠ করো। রমযানে আমরা সেগুলো পড়েছিও আর দরসও শুনেছি, তদনুযায়ী আমল করো আর দেখো! এরপর যে জীবন অতিবাহিত করবে, সেটিই প্রকৃত জীবন। এটিই সেই জীবন, যাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা কৃপা বর্ষণ করেন।)

এরপর তিনি (আ.) বলেন, **পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে,** قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (সূরা আল্ মু'মিনূন: ২-৩) **অর্থাৎ দোয়া করতে করতে মানুষের হৃদয় যখন বিগলিত হয় আর খোদার দরবারে এরূপ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে পতিত হয় যেন এতেই নিমগ্ন হয়ে যায় আর সকল ধ্যানধারণা পরিত্যাগ করে তাঁর কাছ থেকে কল্যাণ ও সাহায্য কামনা করে এবং এরূপ একাগ্রতা অর্জিত হয় যে, এক প্রকার ভাবাবেগ ও কোমলতা সৃষ্টি হয়, তখন সফলতার দ্বার উম্মোচিত হবে।** (সেসব মু'মিনই সফলতা লাভ করবে যাদের নামায বিনয় ও আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ। হৃদয় যখন সম্পূর্ণরূপে বিগলিত হবে তখনই সফলতার দ্বার উম্মোচিত হবে। আল্লাহ্ তা'লার আশিস এবং সাহায্য তখন আসে যখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত হয়ে মানুষ দোয়া করতে থাকে।) তিনি (আ.) বলেন, **তখন সফলতার দ্বার উন্মোচিত হয় যার ফলে জগতের ভালোবাসা শীতল হয়ে যায় বা লোপ পায়, কেননা দু'টি ভালোবাসা একস্থানে সমবেত থাকতে পারে না। যেমনটি লেখা আছে,**

ہم خدا خواہی وہم دنیائے دوں

ایں خیال است و محال است وجنوں

(উচ্চারণ: হাম খোদা খাহী ওহাম দুনিয়ায়ে দূঁ, ঈঁ খেয়াল আস্‌ত ওয়া মুহালাস্‌ত ওয়া জনূঁ) অর্থাৎ, **তুমি খোদাকেও চাও আবার এই নশ্বর জগৎও চাও, এটি তো অলীক কল্পনা ও অসম্ভব বিষয়** (এ দু'টি বিষয় একত্রে অবস্থান করতে পারে না) **এটি উন্মাদনা ও পাগলামির নামান্তর।**

তিনি (আ.) বলেন, **এ জন্যই এরপর খোদা তা'লা বলেন,** وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (সূরা আল্ মু'মিনূন: ৪) **এখানে 'লাগব' দ্বারা জগৎকে বুঝায়। অর্থাৎ মানুষ যখন নামাযে বিনয় ও কোমলতা লাভ করতে আরম্ভ করে তখন এর ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হলো, জগৎপ্রেম তার হৃদয় থেকে উবে যায়। এর দ্বারা এটি বুঝায় না যে, সে চাষাবাদ অথবা ব্যবসা বা চাকুরি ইত্যাদি পরিত্যাগ করে। বরং সে পার্থিব এমন কাজকর্ম যা প্রতারিত করে এবং আল্লাহ্ থেকে উদাসীন করে দেয়** (সেগুলো) **পরিত্যাগ করতে আরম্ভ করে।** (জাগতিক এমন কাজকর্ম থেকে বিরত থাকে, যেগুলো আল্লাহ্ তা'লার আদেশ পরিপন্থী।)

এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট করতে গিয়ে অন্যত্র এক বৈঠকে তিনি (আ.) বলেন, **আল্লাহ্ তা'লা বলেন,** رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (সূরা আন্ নূর: ৩৮) **অর্থাৎ আমাদের এমন বান্দারাও আছে যারা বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে (বা কারখানায়) এক মুহূর্তের তরেও আমাদেরকে ভুলে যায় না।** (কাজ করতে থাকলেও আল্লাহ্ তা'লাকে ভুলে যায় না)। তিনি (আ.) বলেন, **যারা আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক রাখে তারা জগৎপূজারী আখ্যায়িত হয় না বরং জগৎপূজারী সে যে আল্লাহ্‌কে স্মরণ রাখে না।**

যাহোক, এরপর আল্লাহ্‌র বান্দাদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, **এমন লোকদের আহাজারি (অর্থাৎ খোদার বান্দাদের) কান্নাকাটি, আকুতিমিনতি এবং খোদার সমীপে মিনতির কল্যাণে এই ফলাফল সৃষ্টি হয় যে, এমন লোকেরা ধর্মের ভালোবাসাকে জাগতিক ভালোবাসা, লোভ-লালসা এবং বিলাসিতা- (তথা) সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দেয়।**

(এটি হলো ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার সংজ্ঞা।) **কেননা এটি নীতিগত বিষয় যে, একটি পুণ্যকর্ম অপর পুণ্যকর্মকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে আর একটি মন্দকর্ম অপর একটি মন্দকর্মের প্ররোচনা দেয়। যখন তারা নিজেদের নামাযে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে তখন এর আবশ্যিক ফলাফল এটিই হয়ে থাকে যে, তারা স্বভাবতই বাজে কাজ পরিহার করে এবং এই নোংরা জগৎ থেকে মুক্তি লাভ করে আর এই জগৎপ্রেম বিলুপ্ত হয়ে তাদের মাঝে খোদাপ্রেম সৃষ্টি হয়ে যায়।** নামায তাদেরকে পুণ্যের দিকে নিয়ে যায়। জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্য থাকা সত্ত্বেও জগৎ তাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয় না যেমনটি আমি গত খুতবায় **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'**র ব্যাখ্যায় বলেছি যে, মকসূদ, মতলূব এবং মাহবূব (তথা উদ্দেশ্য, আকাঙ্ক্ষা এবং প্রেমাস্পদ) হয়ে থাকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'লার সত্তা।

অতএব এই হলো সেই মানদণ্ড যেটি আমাদেরকে নিজের (ভেতরকার) শয়তানকে হত্যা করার জন্য অবলম্বন করতে হবে। শয়তানকে বিতাড়নের জন্য যদি **'লা হাওল'** পড়ি, তাহলে প্রত্যেক মুহূর্তে আমাদের মনমস্তিস্কে এই বিষয়টি বদ্ধমূল থাকা উচিত যে, সকল শক্তি ও সামর্থ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হলেন খোদা তা'লা। আল্লাহ্ তা'লার অনুমতি ব্যতিরেকে (গাছের) একটি পাতাও ঝরতে পারে না। বলতে গেলে তো আমাদের অধিকাংশই বলে থাকি যে, এটিই আমাদের বিশ্বাস, আমরা এটিই মান্য করি। কিন্তু যখন (নিজেদের জীবনে) বাস্তবে করে দেখানোর সময় আসে তখন অন্যান্য জাগতিক ভয়ভীতি এবং জাগতিক ভালোবাসা এবং (জাগতিক) কামনা-বাসনা আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসার ওপর প্রাধান্য লাভ করে।

অতএব আল্লাহ্ তা'লার প্রতি প্রকৃত ঈমান এবং আল্লাহ্ তা'লার সত্যিকার ইবাদত এমন হওয়া উচিত যে, এর প্রভাব আমাদের দেহ-মন উভয়ের ওপর পড়বে। আর যখন ইবাদতের এই মান অর্জিত হবে তখন বাহ্যিক মূল নীতি-নৈতিকতাও উচ্চতায় আরোহিত হতে থাকে। মন-মস্তিস্ক এবং আত্মা পবিত্র হয়। শয়তানের প্রত্যেক আক্রমন এবং সকল প্রকার প্রতারণা থেকে মানুষ আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে আসার কারণে রক্ষা পায়। ইবাদতের সেই মান মানুষ অর্জন করতে সক্ষম হয় যার মাঝে কোনো প্রকার গায়রুল্লাহ্ (তথা আল্লাহ্ বৈ অন্য কোনো অস্তিত্বে)র অনুপ্রবেশ থাকে না। নামায এবং ইবাদতের প্রাপ্য অধিকার যথাযথভাবে প্রদানের পাশাপাশি এ বিষয়টিও আমাদের দৃষ্টিতে রাখতে হবে যে, অধিকার প্রদানের বিষয়ে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নামায হলো ইবাদতের মগজ বা সার। আমরা যখন সেই মগজ বা মূল অর্জনের চেষ্টা করব, তখন নামাযের প্রাপ্য অধিকারও প্রদানকারী হবো এবং ইবাদতের প্রাপ্য অধিকারও প্রদানকারী হবো, আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনকারীও হবো, নিজেদের আত্মা এবং দেহেও এক বিপ্লব সৃষ্টিকারী হবো। নতুবা বাহ্যিক নামায কোনো উপকার সাধন করে না। (এমন) অসংখ্য নামাযী আছে যারা মসজিদে গিয়ে নামায পড়া সত্ত্বেও নিপীড়ন ও নিষ্ঠুরতায় সীমালঙ্ঘন করেছে। এসব উগ্রপন্থী সংগঠন, নামসর্বস্ব মোল্লারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নামে এমন কোন্ অত্যাচার-নিপীড়ন আছে যা তারা করছে না? এরা জগতের শান্তি বিনষ্ট করেছে। এরা ঐসব জগৎপূজারীদের চেয়ে বেশি অত্যাচারী যারা জাগতিক স্বার্থে অত্যাচার চালাচ্ছে। তারা তো জাগতিক স্বার্থে নিপীড়ন করছে কিন্তু এরা (উগ্রপন্থীরা) পরম দয়ালু ও বার বার কৃপাকারী খোদা ও রহমাতুল্লিল আলামীন তথা বিশ্বের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ রসূল (সা.)-এর নামে অত্যাচার-নিপীড়ন করছে। অতএব এদের মন্দ দৃষ্টান্ত দেখে একজন আহমদীর উচিত নিজেকে ইসলামী শিক্ষার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠাকারী বানানো। আমাদের সকল নামায এবং আমাদের ইবাদত আর আমাদের দোয়া আল্লাহ্

তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত। আমরা যদি এই উদ্দেশ্য সাধন করতে সক্ষম হই তাহলে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর (হাতে) বয়আতের দায়িত্বও যথাযথভাবে প্রদান করতে সক্ষম হলাম এবং রমযানের আশিস থেকেও কল্যাণ লাভ করলাম।

আমাদের নামায কীরূপ হওয়া উচিত এবং কীভাবে নামাযের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করতে হবে, এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **স্মরণ রাখা উচিত যে, নামাযই সেই জিনিস যদ্বারা সকল সমস্যা সমাধান হয়ে যায় এবং সকল বিপদাপদ দূর হয়ে যায়। কিন্তু নামায দ্বারা সেই নামায বুঝায় না যা সর্বসাধারণ প্রথাগতভাবে পড়ে থাকে বরং উদ্দেশ্য হলো সেই নামায, যদ্বারা মানুষের হৃদয় বিগলিত হয় আর আল্লাহ্‌র আস্তানায় পতিত হয়ে এতটাই মোহিত বা নিমগ্ন হয়ে যায় যে, (হৃদয়) গলে যেতে থাকে। এরপর এটিও অনুধাবন করা প্রয়োজন যে, নামাযের সুরক্ষা এজন্য করা হয় না যে, খোদা তা'লার এটির প্রয়োজন রয়েছে।** (আমরা নামায পড়ি অথবা এর সুরক্ষা এজন্য করি না যে, খোদা তা'লার আমাদের ইবাদতের প্রয়োজন রয়েছে।) আমাদের নামাযের কোনো প্রয়োজন খোদার নেই। তিনি (আ.) বলেন, **খোদা তা'লার আমাদের নামাযের কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা, তিনি সমগ্র বিশ্বজগতেরই অমুখাপেক্ষী, তাঁর কারো প্রয়োজন নেই। বরং এর অর্থ হলো, মানুষের প্রয়োজন রয়েছে এবং এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, মানুষ স্বয়ং নিজের কল্যাণ কামনা করে।** (মানুষ নিজের ভালো চায়, এটিই সত্য) **আর এজন্যই সে খোদার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে।** (মানুষ নিজের মঙ্গলের জন্যই খোদার কাছে সাহায্য যাচনা করে,) **কেননা এটি সত্য কথা যে, খোদার সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার অর্থ হলো সত্যিকার কল্যাণ অর্জন করা। সমগ্র জগৎও যদি এমন মানুষের শত্রু হয়ে যায় এবং তার ধ্বংসের জন্য উন্মুখ থাকে তবুও তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না আর এমন মানুষের জন্য আল্লাহ্ তা'লার লক্ষ-কোটি মানুষকে ধ্বংস করতে হলেও তিনি তা করেন এবং এই একজনের পরিবর্তে লক্ষ লক্ষ মানুষকে (তিনি) ধ্বংস করে দেন।**

তিনি (আ.) বলেন, **স্মরণ রেখো, এই নামায এমন একটি জিনিস যার মাধ্যমে ইহজগৎ এবং ধর্ম উভয়ই আলোকিত হয়।** (মানুষ যদি আল্লাহ্‌র খাতিরে নামায পড়ে তাহলে এই দু'টোই পাওয়া যায়। সত্যিকার অর্থেই এর দাবি পূরণ করে নামায আদায়কারী হলে।) তিনি (আ.) বলেন, **কিন্তু অধিকাংশ মানুষ যারা নামায পড়ে তাদের নামায তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করে।**

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে নামাযের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করার তৌফিক দিন। কখনো যেন এমন নামায না পড়ি যা আল্লাহ্ তা'লাকে অসন্তুষ্ট করবে। আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কারাজির উত্তরাধিকারী হই। আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক নিবিড় করে (আমরা) যেন সেসব প্রতিশ্রুতির ভাগীদার হয়ে যাই যা আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দিয়েছেন। আমরা যেন আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকেও এমন ইবাদতে অভ্যস্ত করতে পারি যারা তাদের নিজেদের এবং তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্থায়ীত্বের নিশ্চয়তা প্রদানকারী হবে। এমনটি হলে, যেভাবে হযরত মসীহ্ (আ.) বলেছেন, পৃথিবীর কোনো দাজল বা প্রতারণা, শয়তানের কোনো আক্রমণই আমাদের কেশাগ্রও বাকা করতে পারবে না। পৃথিবীর মানুষ আমাদের ধ্বংসের জন্য যত ষড়যন্ত্রই করুক না কেন আমাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেমনটি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দাদের খাতিরে লক্ষ কোটি মানুষকেও ধ্বংস করেন। কাজেই, আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি

লাভের জন্য আমাদেরকে নিজেদের ইবাদতের মান অনেক উন্নত করতে হবে। এ যুগে দাজ্জাল তো ধ্বংস হবেই, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে এটি আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি আর এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। আমাদের সৌভাগ্য হবে, যদি আমরা আমাদের ইবাদতের মান উন্নত করে এবং নিজেদের বিভিন্ন অবস্থার সংশোধন করে সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবি পূর্ণকারী এবং এ দাবি পূরণের জন্য যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, এই ব্যবস্থাপত্রও প্রদান করেছেন যে; কান্নাকাটি, আহাজারি ও আকুতিমিনতি করা। অর্থাৎ অনেক কাকুতিমিনতি করে আহাজারি করা। খোদা তা'লার সমীপে সমর্পিত হওয়ার মাধ্যমেই (ঐশী সন্তুষ্টি) লাভ হয়।

অতএব এই পদমর্যাদা লাভের চেষ্টা করুন, কিন্তু কীভাবে করবেন? তিনি (আ.) বলেন, **তোমাদের দিন বা রাতের কোনো মুহূর্তই যেন দোয়া বহির্ভূত না থাকে।** যখন এমন অবস্থা সৃষ্টি হবে তখন আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হবো। প্রতিটি শয়তানী আক্রমণ এবং দাজ্জালের আক্রমণই ব্যর্থ ও বিফল হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন, আমরা যেন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর শিক্ষাসম্মত এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রত্যাশা অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারি। আর তাঁর হাতে বয়আতের দাবি যথাযথভাবে পূর্ণকারী হই, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি আমাদের (জীবনের) লক্ষ্য হোক। আমরা যেন এই অঙ্গীকারকারী হই যে, আমরা নিজেদের মধ্যে এমন পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত দিবো না যা আমাদের অবস্থাকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি মোতাবেক গড়ে তুলবে। আমরা কখনোই আমাদের এবং আমাদের সন্তানসন্ততি ও পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে শয়তানকে প্রবেশ করতে দিব না। আমরা এর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করব। এজন্য এমন সব চেষ্টা-প্রচেষ্টা করব যার শিক্ষা আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূল (সা.) আমাদের দিয়েছেন। বরং জগদ্বাসীকেও শয়তান ও দাজ্জাল থেকে পবিত্র করতে আপ্রাণ চেষ্টা করবো। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর সৌভাগ্য দান করুন।

পাকিস্তানের আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিরোধীদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। দুষ্কৃতকারীদের দুষ্কৃতি তাদের মুখেই ছুড়ে মারুন। স্বয়ং পাকিস্তানে বসবাসকারী আহমদীরাও বিশেষভাবে আকুতিমিনতি করে নিজেদের জন্য দোয়া করুন। তিন দিন বা চার দিন অথবা এক সপ্তাহ দোয়া করেই ক্ষান্ত হবেন না, ক্রমাগতভাবে দোয়া করতে থাকুন এবং খোদা তা'লার সন্তুষ্টি মোতাবেক নিজেদের জীবনকে সাজানোর বা গড়ার অঙ্গীকার করুন।

বুরকিনা ফাসো, বাংলাদেশ, আলজেরিয়া এবং বিশ্বের প্রত্যেক দেশের আহমদীদের জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে শত্রুর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন এবং তাদের ঈমান ও বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধনের এবং দোয়া করার তৌফিক দিন আর সেগুলো কবুলও করুন, আমীন।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)